



খ্রীষ্টে ঐক্য



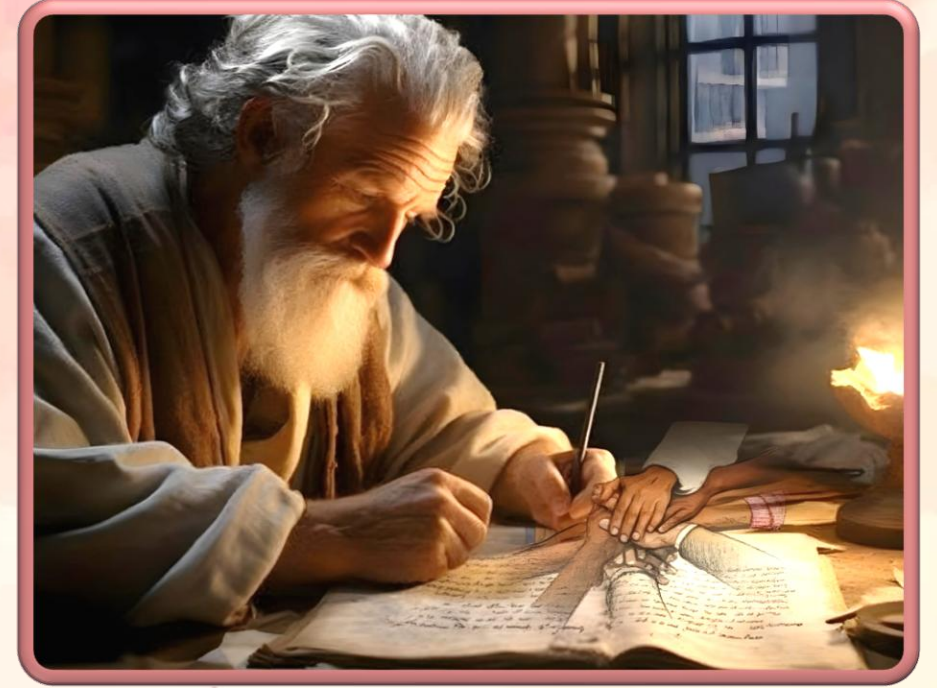


“কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ব হও।” (১ করিন্থীয় ১:১০)

করিন্থীয়দের সম্ভাষণ জানানোর এবং তাদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য প্রশংসা করার পর, পৌল সেই মণ্ডলীকে প্রভাবিত করা প্রথম সমস্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করেন, যা হলো: একতার অভাব।

করিন্থীয়দের প্রতি লেখা পত্রাবলি এবং পৌলের লেখা অন্যান্য চিঠিপত্র জুড়ে আমরা দেখতে পাই যে, কীভাবে তিনি আমাদের এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যা আজকের দিনের মণ্ডলীগুলোকেও প্রভাবিত করতে পারে।

শুরু তথ্য একটি বিষয়: মণ্ডলীর) মধ্যে একতা কোনো মানুষের চেষ্টা দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়। কেবল যীশুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার মাধ্যমে আমরা এই একতা লাভ করতে পারি।



⇒ যেসব সমস্যা অনৈক্য সৃষ্টি করে:

➔ বিভাজন ও বিবাদ

⇒ ঐক্য বজায় রাখার উপায়:

➔ যীশুতে ঐক্য

➔ প্রজ্ঞা ও পরিপক্বতা

➔ সেবা ও নম্রতা

➔ নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা



যেসব সমস্যা অনৈক্য সৃষ্টি
করে

বিভাজন এবং বিরোধ

“কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ব হও।”

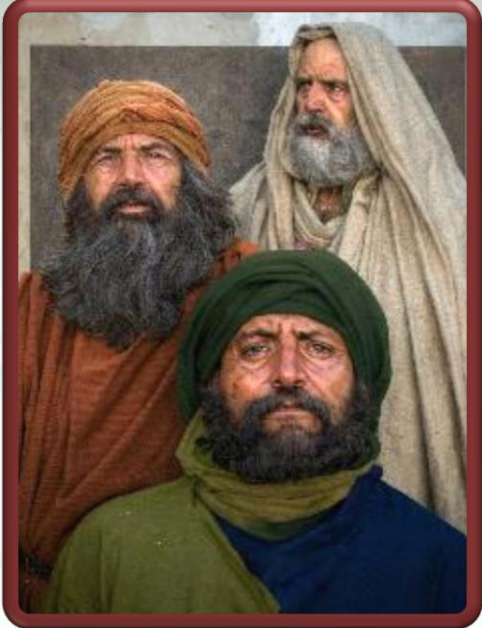
(১ করিন্থীয় ১:১০)

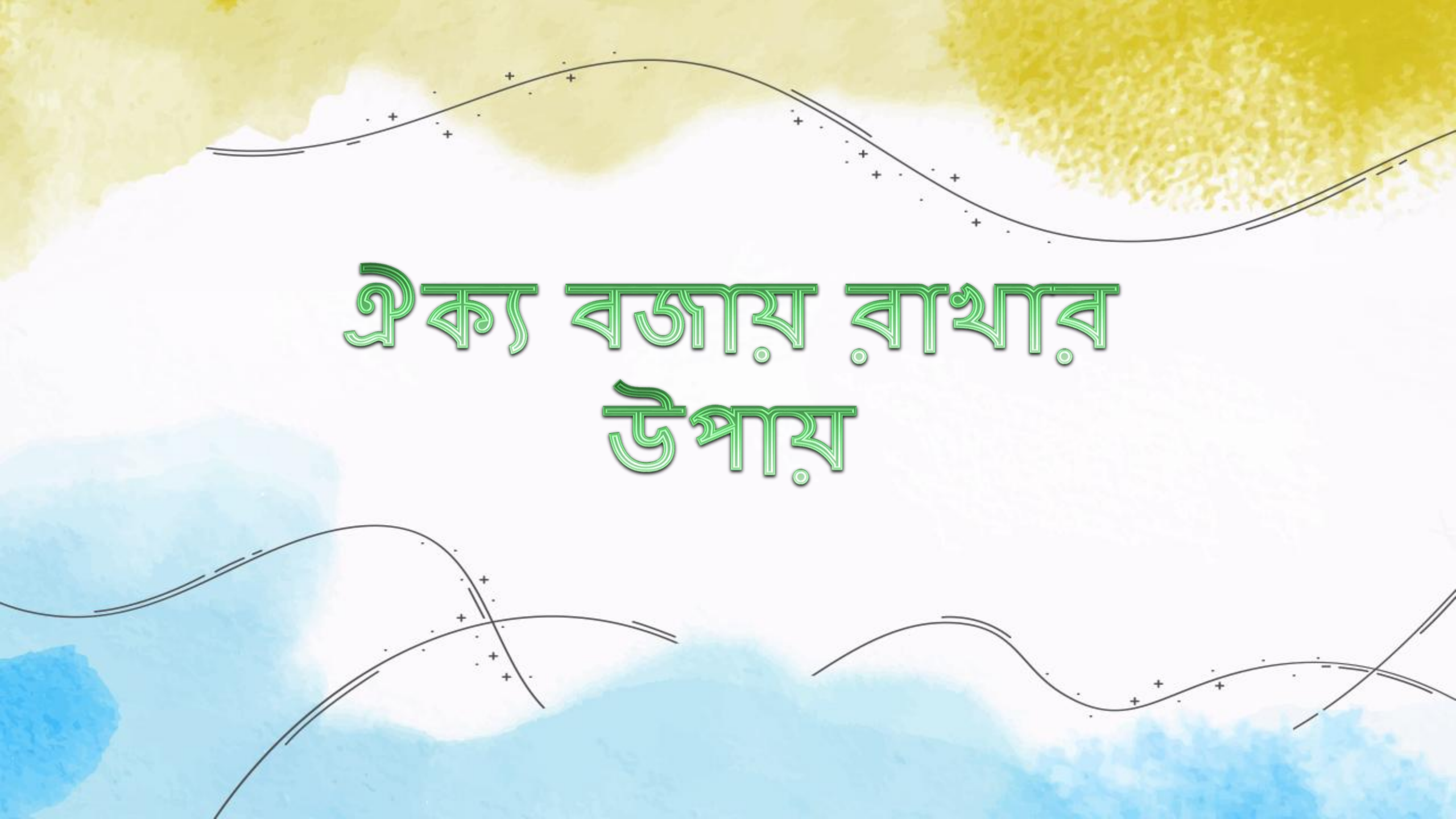
করিন্থের মণ্ডলীতে কী কী বিভেদ (বা দলাদলি) বিদ্যমান ছিল (১ করিন্থীয় ১:১২)?

করিন্থের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন নেতা গমনাগমন করেছিলেন এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীরই একজন প্রিয় প্রচারক ছিলেন (যেমন: পৌল, আপল্লো, পিতর...)। এটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা তাদের মধ্যে বিবাদে সৃষ্টি করছিল (১ করিন্থীয় ১:১১)।

তাঁরা সবাই যে একটি সাধারণ (একই) বার্তা প্রচার করছিলেন—সেটি উপলব্ধি না করেই, তারা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল (১ করিন্থীয় ৩:৫-৮)।

ধীরে ধীরে, মণ্ডলীর (গীর্জার) জীবন প্রভাবিত হয়েছিল (১ করিন্থীয় ৩:৩)। একতার এই অভাব প্রভুর ভোজের (পবিত্র ভোজের) উদযাপনকে বিকৃত করে দিয়েছিল (১ করিন্থীয় ১১:৩৩), এবং তারা এমনকি একে অপরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার মতো দূর্বর্তী পর্যায়েও চলে গিয়েছিল (১ করিন্থীয় ৬:১)।





ঐক্য বজায় রাখার উপায়

যীশুতে ঐক্য

“ঈশ্বর বিশ্বাস্য, যাঁহার দ্বারা তোমরা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতার নিমিত্ত আহূত হইয়াছ।” (১ করিন্থীয় ১:৯)

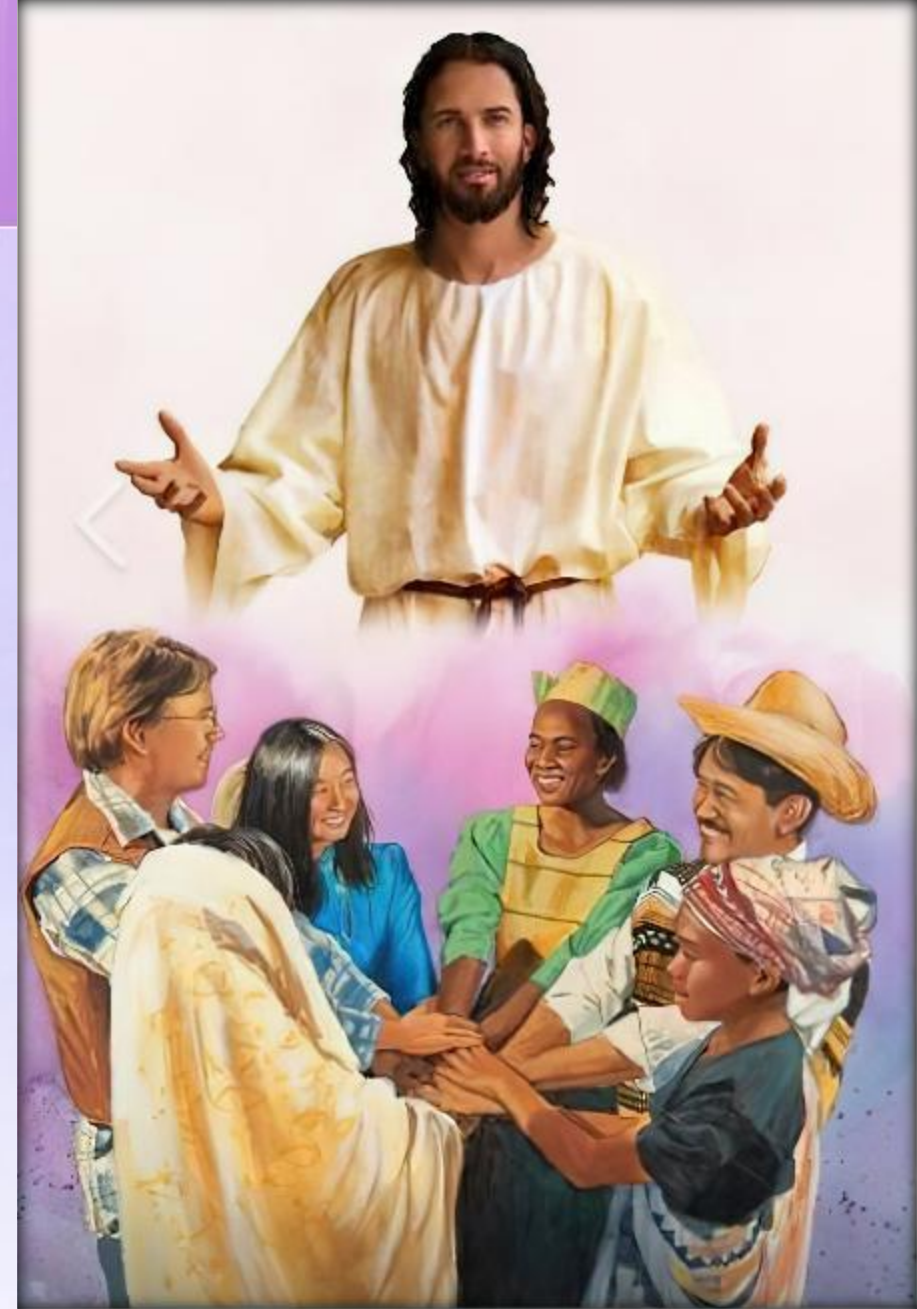
“খ্রীষ্ট কি দ্বিধাবিভক্ত? পৌল কি তোমাদের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন? অথবা তোমরা কি পৌলের নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন?” (১ করিন্থীয় ১:১৩)। এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে পৌল তাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করতে চান।

যীশুকে আমাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমেই কেবল ঐক্য অর্জন করা সম্ভব। কোনো ভাই বা বোনের চিন্তা বা ধারণাকে সমর্থন করে, কিংবা বদ্ধ দল গঠন করে ঐক্য অর্জিত হয় না।

কিন্তু যীশুর মধ্যে ঐক্য অভিন্নতা নয়। এটা বোঝায় না যে আমরা সবাই সবকিছু সম্পর্কে একই চিন্তা করি বা আমরা সবাই একইভাবে কাজ করি।

মতামতের সামান্য পার্থক্য এবং প্রত্যেকের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী যখন খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে থাকে, তখন তা অনৈক্য সৃষ্টি না করে বরং ঐক্য সৃষ্টি করে (১ করিন্থীয় ১২:১২-১৩, ২৫, ২৭)।

গির্জায় একতা কেবলমাত্র নিজের কাছে মরে এবং যীশুর জন্য বেঁচে থাকার মাধ্যমে অর্জন করা হয়।



প্রজ্ঞা এবং পরিপক্বতা

“আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে আত্মিক লোকদের ন্যায় সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু মাংসময় লোকদের ন্যায়, খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায় সম্ভাষণ করিয়াছি।” (১ করিন্থীয় ৩:১)

পৌল অপরিণত খ্রিস্টানদের “খ্রিস্টেতে শিশু” এবং “মাংসিক” (বা জাগতিক) বলে অভিহিত করেছেন (১ করিন্থীয় ৩:১)। এই ধরনের খ্রিস্টানেরা যীশুর চেয়ে মানুষের ওপর বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

যখন অন্য নেতাদের অবমূল্যায়ন করে কোনো কোনো নেতাকে অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, তখন এমন কিছু দল তৈরি হয় যা মণ্ডলীকে বিভক্ত করে। এটি মূলত (আধ্যাত্মিক) অপরিণততারই একটি ফল। সেই কারণেই, পৌল আমাদের খ্রিস্টেতে পরিপক্বতা অর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন (১ করিন্থীয় ২:৬)।

অপরিপক্ব



তাঁরা শিশুদের মতো
(১ করিন্থীয় ৩:১)



তাঁরা দুধ পান করে
জীবনধারণ করে
(১ করিন্থীয় ৩:২)



তারা দৈহিক
(১ করিন্থীয় ৩:৩)



তারা অন্যদের মতামতের
দ্বারা প্রভাবিত হয়
(১ করিন্থীয় ৩:৪)।

পরিপক্ব



তারা প্রাপ্তবয়স্ক।
(১ করিন্থীয় ১৪:২০)



তাঁরা শক্ত খাদ্য গ্রহণ
করে (ইব্রীয় ৫:১৪)



তারা আত্মিক
(১ করিন্থীয় ২:১৩)



তাদের আত্মিক
বিচারবুদ্ধি আছে
(১ করিন্থীয় ২:১৪)

সেবা ও নম্রতা

"লোকে আমাদেরকে এইরূপ মনে করুক যে, আমরা খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের নিগূঢ়ত্বরূপ ধনের
অধ্যক্ষ।" (১ করিন্থীয় ৪:১)

আজকের মতোই, প্রথম শতাব্দীতেও মানুষ রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য বিশ্বাসের দ্বারা বিভক্ত ছিল। আমরা কীভাবে এই ধরনের চিন্তাধারাকে গির্জার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে প্রতিরোধ করতে পারি?



নেতার মনোভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মণ্ডলীর নেতাদের অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তারা মণ্ডলীর মালিক নন; তারা কেবল খ্রীষ্টের জন্য এটি পরিচালনা করেন।

মণ্ডলীর নেতা হলেন যীশু, এবং অন্য সকলে “খ্রীষ্টের দাস” হিসেবে একে পরিচালনা করেন (১ করিন্থীয় ৪:১)।

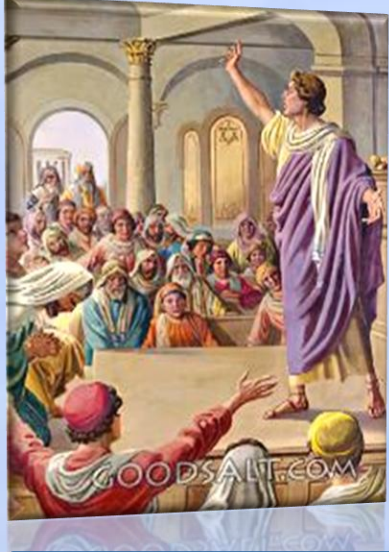
যে দাস পরিচালনা করে, তাকে অবশ্যই তার প্রভুর মতো আচরণ করতে হবে: সর্বদা নম্রভাবে নিজেকে অন্যের সেবায় উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক থাকতে হবে (ফিলিপীয় ২:৩-৮)।

গির্জার মধ্যে কী ঐক্য থাকতো, যদি শুধু নেতারা নয়, বরং প্রত্যেক সদস্যই এভাবে আচরণ করতো?



নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা

“আর এই স্থলে ধনাধ্যক্ষের এই গুণ চাই, যেন তাহাকে বিশ্বস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।” (১ করিন্থীয় ৪:২)



নেতাদের কেন্দ্র করে দলাদলি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হওয়ার মানে এই নয় যে আমরা তাঁদের বর্জন করব বা প্রত্যাখ্যান করব। এর বিপরীতে (বা বরং), পৌল নিজে আপল্লোর পরিচর্যা এবং করিন্থে তাঁর কাজের পক্ষে সমর্থন ও সওয়াল করেছিলেন (১ করিন্থীয় ৩:৫-৬; ৪:৬; ১৬:১২)।

নেতারা যখন বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেন, তখন তাঁরা সম্মানের যোগ্য হন (১ করিন্থীয় ৪:২; ১ তীমথিয় ৫:১৭)। কিন্তু তাঁরা যখন সেই সম্মান না-ও পান, তখনও তাঁরা বিশ্বস্ত থাকেন; কারণ তাঁরা জানেন যে ঈশ্বর নিজেই তাঁদের বিচার করবেন, মানুষ নয় (১ করিন্থীয় ৪:৩-৪)।



ফ্র্যাঙ্ক এবং ওয়াল্টার বন্ড ছিলেন স্পেনের প্রথম ধর্মপ্রচারক। ওয়াল্টার ১৯১৪ সালে জেন-এ তাঁর বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুবরণ করেন।

খ্রিষ্টীয় নেতারা তাদের ভাইবোনদের জন্য দুঃখভোগ করতে এবং প্রয়োজনে তাদের পরিচর্যার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন (১ করিন্থীয় ৪:১১-১৩; ২ করিন্থীয় ১১:২৩-২৮)।

নেতা বা সদস্য কাউকেই একে অপরের সাথে লড়াই বা তর্ক করার জন্য আহ্বান করা হয়নি, বরং যীশুর প্রশংসা করতে এবং ক্রুশের বার্তা প্রচার করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।



"গিৰ্জাৰ মध्ये একটি নিখুঁত ঐক্যকে পূৰ্ণাঙ্গ কৰতে
পাৰে না খ্ৰীষ্টেৰ মতো ধৈৰ্যেৰ চেতনা। শয়তান
বিভেদ বপন কৰতে পাৰে; একমাত্র খ্ৰিস্টই
মতভেদকাৰী উপাদানগুলিকে সামঞ্জস্য কৰতে
পাৰেন... যখন আপনি গিৰ্জাৰ স্বতন্ত্ৰ কৰ্মী হিমেৰে
ঈশ্বৰকে সৰ্বোত্তমভাবে এবং আপনাৰ প্ৰতিবেশীকে
নিজেৰ মতো ভালোবাসেন, তখন ঐক্যে থাকার জন্য
কোন শ্রমসাধ্য প্ৰচেষ্টা থাকবে না, খ্ৰীষ্টেৰ প্ৰতি একতা
থাকবে এবং কেউ তাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ
কৰবে না প্ৰতিবেশী গিৰ্জাৰ সদস্যৰা ভালবাসা এবং
একতাকে লালন কৰবে এবং একটি মহান পৰিবার
হিসাবে আমৰা সেই প্ৰমাণগুলি বহন কৰব যা সাক্ষ্য
দেবে যে ঈশ্বৰ তাঁৰ পুত্ৰকে পৃথিৱীতে পাঠিয়েছেন।